৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

পটুয়াখালী জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সংকট

বাউফল সংবাদদাতা ॥ জীর্ণ স্কুল ভবন, স্কুল ভবন সংস্কার, পুনঃ নির্মাণ ও নূতন নির্মাণ কাজে অনিয়ম, বিলম্ব, আসবাব স্বল্পতা, শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি কারণে পটুয়াখালি জেলার ছয়টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৯ হাজার

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

পটুয়াখালী জেলায়

(৩য় পৃঃ পর)

শিশু স্কুলে যায় না। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৪৩টি প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। কোনও কোনও বিদ্যালয়ে পাঁচটি শ্রেণীর জন্য এমনকি, মাত্র একজন শিক্ষক রহিয়াছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতায় এলজিইডি জেলার প্রায় ছয়শত স্কুলের মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ আসবাব, নলকূপ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কিন্তু এসব কাজে অনিয়ম ও দীর্ঘ সূত্রতার অভিযোগ করা হইয়াছে। ঠিকাদারগণ কাজে কারচুপি ও অনিয়ম করিতেছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। বাউফল সদরে অবস্থিত বকুলতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। ঐ স্কুলে স্থানাভাব প্রকট। প্রয়োজনীয় বেঞ্চ নাই।

বগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুরূপ অবস্থা। ছয় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২৪ খানা বেঞ্চ আছে, তাহার মধ্যে ৪ খানা অকেজো। টেবিল চেয়ার নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা ফ্লোরে হোগলা পাতা বিছাইয়া লেখাপড়া করিতেছে। স্কুল ঘরটি সদ্য নির্মিত হইলেও প্লাষ্টার খসিয়া পড়ে। বাউফল নুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ ভবন। অফিসের বারান্দায় ক্লাস নেওয়া হয়। ঠিকাদারেরা কার্যাদেশ নিয়াও কাজ করেনা। শ্যাপ লেজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের কাজ শেষ না হইতেই ছাদ দিয়া পানি পড়ে। দরিয়াবাদ, ঝিলনা, ধলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে একই ধরনের অভিযোগ। জেলার অন্যান্য থানাগুলিতেও কমবেশী অনিয়মের অভিযোগ উঠিয়াছে।